দৈনিক সংবাদ

৩/৮/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুলনায় আ'লীগ ও ভার্সিটির শোক কর্মসূচি

আ'লীগ নেতা রাজ্জাকের দাফন সম্পন্ন, হরতাল পালন

খুলনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ট্রেজারার জেলার শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক সরদার আবদু রাজ্জাককে গতকাল বিকেলে তার গ্রামের বাড়ি রূপসার গয়েশ্বরগাতিতে দাফন করা হয়েছে। এর আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় শহীদ হাদিস পার্কসহ ৪টি স্থানে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাকে রায়পাড়ায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

এদিকে অধ্যাপক রাজ্জাক হত্যার প্রতিবাদে ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল মহানগরীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়েছে। দোকানপাট, যানবাহন, স্কুল-কলেজ ও ব্যাংক বীমা বন্ধ থাকে। আইনজীবীরা আদালত বর্জন করেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েও কোন ক্লাস হয়নি। হরতাল চলাকালে একাধিক মিছিল বের করা হয়।

খুলনা জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ এই হত্যার প্রতিবাদে ৫ দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, শোকসভা, সাংবাদিক সম্মেলন, মিলাদ মাহফিল প্রভৃতি।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ সমিতিও খুলনা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

খুলনা ঃ দাফন সম্পন্ন

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

তিনদিনব্যাপী কর্মসূচি নিয়েছে। গতকাল দুপুরে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গতকাল সকাল ১০টার দিকে খুলনা জেনারেল হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তশেষে অধ্যাপক রাজ্জাকের লাশ তার রায়পাড়ার বাড়িতে আনা হলে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক হুইপ এস এম মোস্তফা রশিদী সুজা এবং যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমানসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন।

প্রফেসর জাফর রেজা খানসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্ররা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় নামাজে জানাজা। এখানে খুলনা জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গার্ড অফ অনার দেয়া হয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে অধ্যাপক রাজ্জাকের মরদেহ আনা হয় খুলনা মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ প্রাঙ্গণে। কারণ এ কলেজে তিনি প্রায় ৩ দশক ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন।

জেলা আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ নেতা হিসেবে আবদুর রাজ্জাকের লাশ আওয়ামী লীগ অফিস চত্বরে নিয়ে আসা হয় দুপুরে। এখানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, বঙ্গবন্ধু কলেজ, আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন পুষ্পমাল্য দিয়ে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া অসংখ্য সাধারণ মানুষ তাকে শ্রদ্ধা জানান।

স্থানীয় শহীদ হাদিস পার্কে বাদ আসর পুনরায় নামাজে জানাজার আয়োজন করা হয়। জানাজা অনুষ্ঠানের আগে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা রশিদী সুজা, মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন মন্ত্রী তালুকদার আবদুল খালেক ও বিএনপির খুলনা মহানগরী সভাপতি নুরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

এখানেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জেলা প্রশাসন ও কেএমপির পক্ষ থেকে অধ্যাপক রাজ্জাকের মরদেহের প্রতি গার্ড অফ অনার দেয়া হয়।